দৈনিক সংবাদ

প্রাপ্তি 23 JUL 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

পাবলিক লাইব্রেরী বনাম আমলা সংস্কৃতি

অনিরুদ্ধ

যোগাযোগ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পৃথিবীব্যাপী গ্রন্থাগারের (Library) ভূমিকা আধুনিক যুগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরী সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রেও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মিসর, ব্যাবিলনে কাগজ আবিষ্কারের বহু পূর্ব থেকেই বিরাট লাইব্রেরী গড়ে ওঠে। দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার আলেকজান্দ্রিয়ায় বিশাল আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী গড়ে তুলেছেন। ব্যাবিলনের লাইব্রেরীতে মাটির পাত্রে লেখা গ্রন্থ তথা রাজ অনুশাসনের বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল। আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীতে প্যাপিরাসের ওপর লিখিত গ্রন্থরাজি ছিল। খৃষ্টপূর্ব ২৭০০ বছরের প্রাচীন প্যাপিরাসের ক্ষণের নিদর্শন এখনও সংরক্ষিত রয়েছে। এরূপ জনশ্রুতি আছে, যে, আলেকজান্দারের পর প্রথম টলেমি শাসনভার গ্রহণ করেন। তারপর দ্বিতীয় টলেমির রাজত্বকালে তিনি ৭০ জন ইহুদী পন্ডিতকে ফারোস দ্বীপে বন্দী করে রেখেছিলেন যতদিন না পর্যন্ত হিব্রু ভাষায় রচিত ওল্ড টেষ্টামেন্ট-এর গ্রীক অনুবাদ সেপ্টুয়াজিন্ট সম্পূর্ণ না করেছিলেন। গ্রীস, রোম ও মিসরের প্রাচীন লাইব্রেরী আজ লুপ্ত। স্পেন বিজয়ের পর মুসলিমরা বিশাল গ্রানাডা লাইব্রেরী গড়ে তোলে গ্রানাডা শহরে।

আধুনিককালে কাগজ আবিষ্কারের পর ও মুদ্রণব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতির সাথে সাথে লাইব্রেরী গড়ে ওঠে, সর্বত্র। লাইব্রেরীকে বাংলায় গ্রন্থাগার বললেও শুধু তা গ্রন্থরাজির সমাহারে সমৃদ্ধ নয়, লাইব্রেরীতে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, প্রাচীন পান্ডুলিপি ছাড়াও সমকালীন বহু লেখকের পান্ডুলিপি এবং শিল্পকর্মও সংরক্ষণ করা হয়। শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারে লাইব্রেরীর ভূমিকার জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বা লাইব্রেরী সায়েন্স তথা ইনফরমেশন সায়েন্স গড়ে উঠেছে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শুধু বিজ্ঞানসম্মতভাবে (যার একটি প্রণালীর নাম ডিউই পদ্ধতি) গ্রন্থরাজি সন্নিবেশ এবং পাঠকদের মধ্যে বই আদান প্রদান করার বিশেষ ব্যবস্থা সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃতপক্ষে একজন গ্রন্থাগারিককে এর বাইরেও গ্রন্থসংক্রান্ত জ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি ও সমাজ সংক্রান্ত বহু বিষয় সম্পর্কে পারদর্শী হতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে গ্রন্থ বিজ্ঞান সংক্রান্ত অধ্যয়ন উচ্চশিক্ষার অন্তর্গত।

আজকের যুগকে ইনফরমেশন রেভ্যুলিশনের বা তথ্য বিপ্লবের যুগ বলে অভিহিত করা হয়। তাই কোন গ্রন্থাগার সুচারুরূপে পরিচালনা, শিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তারে গ্রন্থাগারের বিশেষ ভূমিকার জন্য এই শাখায় বিশেষজ্ঞ ও পারদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তিদের কর্মকান্ড অপরিহার্য।

গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণেই দেশে সরকারী উদ্যোগে গড়ে উঠেছে পাবলিক লাইব্রেরী। দেশের বৃহত্তর জনসম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের লক্ষ্যেই কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর অধীনে বিভিন্ন জেলা শহরে ৬৩টি শাখা পাবলিক লাইব্রেরী গড়ে উঠেছে। এর বাইরে রয়েছে ন্যাশনাল লাইব্রেরী আর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারসমূহ। বেসরকারী উদ্যোগেও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজস্ব প্রয়োজনে (অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে) লাইব্রেরী স্থাপন করে। যেকোন সভ্য দেশে বৈচিত্র্যে ও সংখ্যার দিক থেকে লাইব্রেরীর স্থান বোধহয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পর দ্বিতীয় স্থানে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাবলিক লাইব্রেরীর সংখ্যা ১৫০০০। আর বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর অধীনে জেলা শহরে পাবলিক লাইব্রেরীর সংখ্যা মাত্র ৬৩টি।

শিক্ষক, ছাত্র, গবেষক, জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি তথা শিক্ষিত সাধারণ মানুষ লাইব্রেরীতে এসে পড়াশুনা করেন। বই ইস্যু করে নিয়ে যান। লাইব্রেরীর ভূমিকা সমাজজীবনে অপরিহার্য।

লাইব্রেরীর এই গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে এনাম কমিটির রিপোর্টে চীফ লাইব্রেরিয়ান-এর ভূমিকা কী হবে তা বলা হয়েছে। তদনুযায়ী ১৯৮৩ সালে প্রধান সামরিক শাসকের সচিবালয় থেকে পাবলিক লাইব্রেরীর সেটআপ কী হবে তা নির্দেশ করে একটি চিঠি ইস্যু করা হয়। তাতে বলা হয়েছে : The committee recomends that only persons with Library Science qualification should be posted in this organization.

চীফ লাইব্রেরিয়ান যাকে পাবলিক লাইব্রেরী অধিদপ্তরের পরিচালক হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তার বহুবিধ দায়িত্বের মধ্যে দুটো দায়িত্বের কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। তা হলো (১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবে পাবলিক লাইব্রেরী সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত টেকনিক্যাল বিষয় ও প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ করবেন এবং (২) সমগ্র দেশে পাবলিক লাইব্রেরী সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও উন্নয়নের জন্য তিনি দায়ী থাকবেন। স্বাভাবিকভাবে এ কাজটি একজন দক্ষ লাইব্রেরিয়ান করতে পারেন। তার দক্ষতার পরিমাপের মূল বিচার্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে তাকে পারদর্শী হতে হবে। এজন্য এই পদের উপযুক্ত ব্যক্তির যোগ্যতা হিসেবে শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, তাকে হতে হবে লাইব্রেরী বিজ্ঞান অথবা তথ্য বিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স ডিগ্রীসহ প্রথম শ্রেণীর মাষ্টার্স ডিগ্রী অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাষ্টার্স ডিগ্রীর। ১৪ বছরের অভিজ্ঞতার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রমোশনের ব্যাপারেও কিছু শর্ত আছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পিএইচডি করেছেন এবং ৩ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন ব্যক্তিকে সরাসরি চীফ লাইব্রেরিয়ান পদে নিয়োগ করা যাবে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বর্ণিত যোগ্যতাসহ প্রিন্সিপাল লাইব্রেরিয়ানকে চীফ লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব হলে কোন যোগ্য সরকারী অফিসারকে প্রেষণে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাবে।

এ কথাগুলো বলার কারণ হলো সম্প্রতি সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত একজন উপ-সচিবকে প্রধান গ্রন্থাগারিক বা চীফ লাইব্রেরিয়ান পদে সরকার নিয়োগ করেছেন। সরকারের এই পদক্ষেপ নতুন নয়। গত সাত বছর ধরেই এভাবে পাবলিক লাইব্রেরীর পরিচালক অর্থাৎ চীফ লাইব্রেরিয়ান পদে সরকারী অফিসার কিংবা অন্য discipline-এর লোককে নিয়োগদান চলে আসছে। পূর্ববর্তী সরকারের আমলেই এনাম কমিটির রিপোর্টের সুপারিশ লংঘন করে একজন সাহিত্যিককে উক্ত পদে নিয়োগ করা হয়।

স্বাভাবিকভাবে কোন সাহিত্যিক বা শিল্পীকে নিয়োগ করা হলে সরকারের এ ধরনের স্বয়ং প্রণীত বিধি-বিধান লংঘনের প্রতিবাদ করলে উক্ত শিল্পী বা সাহিত্যিক আহতবোধ করতে পারেন। যদিও এ ধরনের প্রতিবাদের লক্ষ্য কোন ব্যক্তি নন। দেশবাসীর প্রত্যাশা ছিল যে, বর্তমান সরকারের আমলে সাবেক সরকারের অনুকরণে খেয়ালখুশিমত নিয়োগ কিংবা পদোন্নতি কোন ক্ষেত্রে দেয়া হবে না। সরকারী অফিসে কী করা হয় সে প্রশাসনিক ব্যাপারে কিছু বলার প্রয়োজন এখানে পড়ে না। কিন্তু পাবলিক লাইব্রেরী কোন প্রশাসনিক দপ্তর নয়। এর গুরুত্ব শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান- বিজ্ঞানের বিচারে। আমাদের দেশে ১৯৯০-এর গণআন্দোলনের সফলতার পর গণসংস্কৃতি বলে একটা শব্দের বহুল ব্যবহার দেখতে পাই। জানি না গণসংস্কৃতির কোন্ সংজ্ঞা অনুযায়ী একজন আমলাকে এখানে বসানো হলো। কেবল প্রশাসনিক বিষয় গণগ্রন্থাগার (Public Library) এর মুখ্য বিষয় নয়। সেখানে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী একজন বিদ্বান ব্যক্তিকে (Scholar) বসানো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচয় বহন করে।

জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা, শিক্ষা এবং সর্বোপরি যোগাযোগের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার আধুনিক বিশ্বে যে ভূমিকা পালন করে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সে সম্পর্কে অবহিত বলেই সেখানে পরিচালকের নিয়োগের ব্যাপারটি শুধু প্রশাসনিক নয়। তাই উপরোক্ত কথাগুলো বলা হলো। পাবলিক লাইব্রেরী, মিউজিয়াম, আর্কাইভ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণকে সরকার তার পরিচালক কিংবা অনুরূপ পদে নিয়োগ দিবেন এটাই সমীচীন। আমলা দিয়ে প্রশাসন চালানোর সঙ্গে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কোন তুলনা করা সঠিক হবে না।

সরকার যে উপ-সচিবকে নিয়োগ করেছেন তার পক্ষে কী যুক্তি তারা দিবেন জানি না, তবে একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, পাবলিক লাইব্রেরীতে উক্ত পদে পদোন্নতি দেয়ার মতো নিশ্চয়ই গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন লোক রয়েছেন। তার নিয়োগ অপরিহার্য ছিল না।

এনাম কমিটির রিপোর্টে গ্রন্থাগারের পরিচালক হিসেবে উপযুক্ত ব্যক্তির দক্ষতা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। যদিও তৎকালীন সরকার নিজস্ব প্রণীত নিয়ম কখনই অনুসরণ করেনি। কিন্তু পূর্ববর্তী সরকারের খেয়ালীপনা, স্বৈরাচারসুলভ আচরণ, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি ত্রুটিগুলো পরবর্তী সময়ে একটি নির্বাচিত সরকার দূর করতে এগিয়ে আসবেন। এটাই স্বাভাবিক প্রত্যাশা। দুর্ভাগ্যের বিষয়, কিছুতেই আমাদের সরকার অভ্যস্ত পথ থেকে সরে আসতে পারছেন না। আমরা অতীত সরকারের কার্যকলাপের নিন্দা করব, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাদের ধারা অনুসরণ করব এটা চলে আসছে বলে মানুষের মনে হতাশা ও অবিশ্বাস বাড়ছে।

দেশের সংস্কৃতি, শিল্প সাহিত্যের উন্নয়ন ও বিকাশ আমলাতন্ত্র দিয়ে হয় না। স্ব স্ব বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিকে যথাস্থানে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারের নতুন আইন করার প্রয়োজন নেই. কিংবা কোন আইনের ধারা সংশোধনের প্রশ্নও ওঠে না।

আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, সরকার প্রশাসনিক দিকটার প্রতি দৃষ্টি দেয়ার নাম করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে আমলাদের বসাচ্ছেন। অথচ এক্ষেত্রে প্রয়োজন বিদ্বান, বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পড়ানো হয়। এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি সরকার মনে করেন যে বর্তমানে পাবলিক লাইব্রেরীতে নেই, তবে বাইরে থেকে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগ করার বিধান আইনে আছে। তবে যতদূর জানি উক্ত প্রতি[illegible] এ ধরনের লোকের অভাব নেই। অপেশাদার ব্যক্তি দিয়ে পাবলিক লাইব্রেরী পরিচালনার এই কাজটি নতুন নয়। যাদুঘর, বিআইডিএস সর্বত্রই সরকার আমলা বসিয়েছেন। আবার সরকারই আমলাতন্ত্র সম্পর্কে কখনও কখনও মন্তব্য করেন। এই পদটি নিছক গাড়ি-টেলিফোনসজ্জিত একজন অফিসারের চাকরির জন্য সৃষ্টি হয়নি। দেশের মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে আন্তরিকতার পরিচয় এই নিয়োগ বহন করে না।

সরকার নিশ্চয় জানেন যে, পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারের ওপর গুরুত্বের স্বীকৃতি হিসেবে সেখানে এ বিষয়ে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় রয়েছে। ভারতের আরও কয়েকটি প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গ্রন্থাগার সংক্রান্ত পৃথক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করেছে।

আর আমাদের এখানে চলছে আমলা সংস্কৃতির চর্চা। এরকম কথাও উঠেছে যে, পাবলিক লাইব্রেরীতে প্রয়োজনীয় বইপত্র কেনার প্রতি দৃষ্টি নেই। ওখানে যারা পড়াশুনা বা গবেষণা করতে আসেন, তারা উৎসাহিত হতে পারেন এমন পরিবেশ নেই। কারণ কোন আমলার পক্ষে গ্রন্থাগারের জন্য উপযুক্ত পুস্তক নির্বাচন সম্ভব নয়। আমলারা প্রশাসনিক হিসেবে দক্ষ হতে পারেন, তবে তারা সর্ববিদ্যাবিশারদ নন। কেউ জ্ঞানের সকল শাখায় পারদর্শী নন। জ্ঞানের বিশেষ শাখায় আগ্রহী, দক্ষ এবং উক্ত বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিকে তত্তুল্য কোন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করাই নীতি ও রীতিসম্মত। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষককে দেখি, যিনি ছাত্র ও তার সহকর্মীদের শ্রদ্ধাভাজন এবং যাদের ওপর তার সহযোগিতামূলক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দক্ষতা রয়েছে। আমরা কখনও সেখানে একজন উপ-সচিব বা যুগ্ম সচিব নিয়োগ করা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের দোহাই দিয়ে, তা কল্পনাও করতে পারি না। অথচ পাবলিক লাইব্রেরীতে বছরের পর বছর ধরে সরকার কর্তৃক আমলা বা অপর কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ খ্যাতির অধিকারী এমন সব ব্যক্তিকে এনে বসানো হয়েছে। তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু একটি যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি চাই যখন এ ধরনের কোন প্রতিষ্ঠানে একজন সরকারী চাকুরেকে বসিয়ে দেয়া হয়। এখানে তার পদমর্যাদার বিষয়টি বিচার্য নয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা রয়েছে কিনা এটাই দেখা প্রয়োজন।

সরকার যদি প্রকৃত অর্থেই সমাজজীবনে ও শিক্ষার স্বার্থে পাবলিক লাইব্রেরীর যথার্থ ভূমিকা অনুধাবন করেন, তবে একজন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পারদর্শী, গ্রন্থপিপাসু ও জ্ঞানচর্চায় নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিকে পরিচালক নিযুক্ত করুন কিংবা পাবলিক লাইব্রেরীতে অনুরূপ উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে বসান। এ ধরনের কোন ব্যক্তির পদোন্নতি এনাম কমিটির রিপোর্টের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হবে না বলেই বিশ্বাস [illegible]